সাতদিন

১৩ মার্চ : আত্মঘাতী বোমায় জেএমবির অন্যতম হোতা ও বোমা বিশেষজ্ঞ শাকিল ওরফে মোল্লা ওমরসহ পরিবারে চার সদস্য নিহত।
যুবলীগ ও জাসদের ডাকে সারা দেশে অর্ধদিবস হরতাল পালিত।
১৪ মার্চ : ইডেনে সাধারণ ছাত্রীদের ওপর ছাত্রদলের হামলায় আহত ১৬ জন।
১৫ মার্চ : নির্বাচনী সংস্কার প্রস্তাবে কমিটি গঠনের শুরুতেই অনিশ্চয়তা, লিখিত প্রস্তাব চায় আওয়ামী লীগ।
১৬ মার্চ : শায়খ আবদুর রহমানও বাংলা ভাইসহ সাতজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের রিপোর্টে বিশ্বের ১২টি জটিল দেশের তালিকায় বাংলাদেশ।
১৭ মার্চ : জেএমবি নেতা খালেদ সাইফুল্লাহ এবং সালাহউদ্দিনকে ধরিয়ে দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা।
সরকারি ও বেসরকারি গ্রাহকদের কাছে ঢাকা ওয়াসার মোট পাওনা ৩১৫ কোটি টাকা।
১৮ মার্চ : ঝালকাঠিতে দুই বিচারক হত্যা মামলার চার্জশিট দেবার ঘোষণা। শায়খ ও বাংলা ভাইসহ সাতজন অভিযুক্ত।
তারেক রহমানের দলের প্রার্থী হবার ইচ্ছা প্রকাশ
১৯ মার্চ : চট্টগ্রামে ২০ কোটি টাকার সম্পদ ভস্মীভূত।
ইডেন কলেজের অধ্যক্ষকে প্রত্যাহার।

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর

আলোচনা নয় পদক্ষেপ চাই

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে সব মহলে জোরদার আলোচনা চলছে। বিএনপি জোট সরকারের শেষ বছরে এই সফর নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন না কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য এ সফরের পেছনে আছে, সেটাই বিভিন্ন মহলের জানার বিষয়। বিরোধীদলীয় নেতা আবদুল জলিল বলেছেন, আগামী নির্বাচনের নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্যই প্রধানমন্ত্রীর এই সফর। আবদুল জলিল অবশ্য বক্তব্যের কোনো ব্যাখ্যা গণমাধ্যমকে দেননি।

ভারত-বাংলাদেশ দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ইদানীং বেশ টানাপড়েন চলছে। নানা ইস্যুতে দুই দেশের মনোমালিন্য লক্ষ করার মতো। প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফরে সে বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা হবে বলে মনে হচ্ছে। সমস্যার সমাধান কতোটা হবে সেটা বলা মুশকিল। সব সমস্যার সমাধান একটা সফরে হবে, সেটাও অবশ্য আশা করা যায় না। তবে বাংলাদেশে টাটার বিনিয়োগ, বন্দর ব্যবহার, ট্রানজিট, সীমান্ত সংঘাতসহ বেশ কিছু বিষয়ে অগ্রগতি হবে বলে ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা। এদিকে ভারত পুনরায় জঙ্গিবাদের ইস্যুটি সামনে আনবে। বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলারা ঘাঁটি গেড়ে আছে- বহুল আলোচিত এই অভিযোগটি ভারত আবারও সামনে

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও মনমহন সিং

আনবে, এমনটাই মিডিয়াতে প্রকাশ। এর সঙ্গে যোগ হবে বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গিবাদের প্রসঙ্গটি।

সমস্যা আছে। আলোচনা হবে। এভাবেই বেরিয়ে আসবে সমাধানের পথ। দুই দেশের সাধারণ মানুষ সেটাই আশা করে। কিন্তু কোনো পক্ষের গোয়ার্তুমি কিংবা চাপ প্রয়োগ সমস্যাকে বরং জটিলই করবে। অতীতে দেখা গেছে, শুধু আলোচনার খাতিরে আলোচনা হয়েছে। সমস্যাগুলো ঝুলেই রয়েছে। বিশেষত বিএসএফের নির্বিচার মানুষ হত্যা কিংবা চোরাচালানির মতো ইস্যুগুলোর ত্বরিত সমাধান বাঞ্ছনীয়।

তবে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর সফর সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সেটা শুধুই রাজনৈতিক বক্তব্য কি না জানা দরকার। আমাদের রাজনীতিবিদরা অনেক সময় বেফাঁস, ভিত্তিহীন মন্তব্য করে নিজেরাই ফেঁসে যান।

নীলনকশার নির্বাচন বাস্তবায়নের জন্য ভারত সফরের একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা বিরোধী দলের দেয়া উচিত। কেননা, বিষয়টি জনগুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর সফরের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বৃহৎ প্রতিবেশীর কাছ থেকে আমাদের যত বেশি সুবিধা পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা। শুধু দিল্লির আশ্বাসবাণী নিয়ে দেশে ফেরত এলে, এমন সফরে কিছু আসবে যাবে না।

সন্তানহারা এক অসহায় মায়ের আর্তনাদ

মোস্তফা সরোয়ার বিপ্লব

‘এক সন্তানের জীবন চলে গেল সন্ত্রাসীদের হাতে, অপর চার সন্তানের জীবন চলছে সার্বক্ষণিক অভাব অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করে। মা হিসেবে না পেলাম ছেলে হত্যার বিচার, না পারছি সন্তানদের নিয়ে দুবেলা পেটপুরে খেতে। এর মধ্যে আবার এক ছেলে দীর্ঘ পাঁচবছর যাবৎ একনাগাড়ে অসুস্থ। ঐ আর্তনাদটি ঢাকার মোহাম্মদপুরের এক অসহায় নারী আনোয়ারা বেগমের। সাপ্তাহিক ২০০০কে আরো বলেন, স্বামী মারা গেলে সংসারের হাল ধরেন তার চতুর্থ ছেলে মোস্তাকিন ওরফে আল আমিন। ছয় ছেলের মধ্যে বড় ছেলে গ্রামের বাড়িতে থাকেন। বাকি পাঁচজনের মধ্যে একজন দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী ছেলে আল আমিনের রোজগারে দীর্ঘ দশ বছর ধরে আমার সংসার ভালোই চলছিল। ২০০৪ সালের ২১ জানুয়ারি সন্ত্রাসীদের বুলেটের আঘাতে আল আমিনের মৃত্যু হয়। সে থেকে নেমে আসছে এ পরিবারে অভাব অনটন। দীর্ঘ দুই বছর যাবৎ তারা মানবেতর অবস্থায় জীবন চলছে।

অন্যদিকে দীর্ঘদিনেও এ হত্যা মামলার সুরাহা করেনি থানা পুলিশ। আনোয়ারা বেগম জানান, তার ছেলে আল আমিন মাটি ভারাটের কাজ করতো। ২০০৪ সালের ২১ জুন রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টায় মোহাম্মদপুর থানাধীন মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি ২নং রোডের ১৯ নং বাড়ির নিচতলায় মিলিনিয়াম ইন ফাস্টফুড দোকানে আল আমিনকে সন্তাসীরা গুলি করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেয়ার পর ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে পরের দিন আনোয়ারা বেগম বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। (মামলা নং-৬৭ তাং ২২-৬-২০০৪ ধারা ৩০২/৩৪ জ.বি.) আসামি করা হয় স্থানীয় সন্ত্রাসী চাকমা ফারুক ও কামাল হোসেনসহ আরো দুইজন অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীকে। মামলা দায়েরের পর অদ্যাবধি এ মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে আনোয়ারা বেগম কিছু জানেন না। ৫-এ/৩ রাজিয়া সুলতানা রোডের ভাড়াটিয়া আনোয়ারা বেগম সন্তানদের অন্ন যোগাতে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। মামলার খোঁজ খবর সম্পর্কে আনোয়ারা বেগম বলেন, ‘থানায় গেলে তদন্তকারী অফিসার শুধু তাকে সান্ত্বনার বাক্য শোনায়। কিন্তু দীর্ঘ দুই বছরেও মামলার চাজশিট দেয়নি।’ সে অভিযোগ করেন পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে মামলার চার্জশিট ঝুলিয়ে রেখেছে।

নিহত ছেলের ছবি হাতে মা আনোয়ারা বেগম : উপার্জনক্ষম একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে তার এখন মানবেতর অবস্থায় জীবন কাটছে

মামলার তদন্তকারী অফিসার এসআই নজরুল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ‘আসামি চাকমা ফারুক ও কামাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কামালের নামে হাজারীবাগ থানায়ও একাধিক মামলা ছিল। সেই থানা পুলিশের ক্রসফায়ারে কামাল বছরখানেক আগে মারা গেছে। অন্যদিকে সন্ত্রাসী চাকমা ফারুক জামিনে বের হলে সেই সন্ত্রাসীদের গুলিতে মারা যায়।’ তিনি আরো বলেন, ‘এজাহারভুক্ত দুই আসামি মারা যাওয়ায় চার্জশিট দিতে বিলম্ব হচ্ছে।’ অনুসন্ধান সূত্রে জানা গেছে, এ হত্যা মামলাটি আরো দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা অথবা ফাইনাল রিপোর্ট দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধান দুই আসামি মারা যাওয়ার কারণে অপর দুই আসামিকে পুলিশ শনাক্ত করতে পারলেও তাদেরকে দীর্ঘদিনেও গ্রেপ্তার করা হয়নি। মামলাটি ডিবি বা সিআইডির মাধ্যমে তদন্তের দাবি জানাচ্ছে নিহতের মা আনোয়ারা বেগম।

প্রসঙ্গ : স্থপতি মাইনুল হোসেন

গোলাম মোর্তোজা

প্রিয় পাঠক

মহান শিল্পী, জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেনের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন আপনারা অনেকেই। উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেছেন সাপ্তাহিক ২০০০-কে। আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশের ভেতর থেকে অনেকে যোগাযোগ করেছেন আমাদের সঙ্গে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে অংশ নিতে চেয়েছে সিঙ্গার বাংলাদেশ। ধন্যবাদ সবাইকে।

আমরা চেষ্টা করছি উদ্যোগ নেয়ার। কথা বলছি তার বন্ধু এবং পরিবারের সঙ্গে। অনিবার্য কারণে একটু সময় লাগছে। আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের বিস্তারিত জানাতে পারবো।

০১৭৩০১৮৬১৭
info@shaptahik2000.com

ব রি শা ল

নৌ-বন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প ৩ বছর ফাইলবন্দি

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ নৌ-বন্দরটির সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা

শরীফ খিয়াম, *বরিশাল থেকে*

নৌমন্ত্রীর স্ব-ঘোষিত বরিশাল নৌ-বন্দর সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প বর্তমান সরকারের আমলে বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আর। দক্ষিণাঞ্চলে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাসের মতো নৌ-মন্ত্রীর এ আশ্বাসটিও জোট সরকারের দেয়া আরেকটি অলিক আশ্বাস বলে চিহ্নিত হল। এ সরকারের ভাবমূর্তি ফের ক্ষুণ্ন হল বরিশালবাসীর কাছে।

গত ৩ বছর ধরে চরম অবহেলায় ফাইলবন্দি হয়ে আছে বরিশাল নৌ-বন্দর সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। সম্প্রতি এ প্রকল্পটির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয় বরিশাল নৌ-বন্দর কর্তৃপক্ষ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বন্দর কর্তৃপক্ষের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে অর্থাভাবের কারণে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রী আকবর হোসেন ২০০৩ সালের জুন মাসে বরিশাল সফরকালে স্থানীয় একটি হোটেলে এক সভা ডেকে বরিশাল বন্দর সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। সভায় এ বন্দরটিকে একটি প্রথম শ্রেণীর নৌ-বন্দরে রূপান্তরের ঘোষণা দেয়া হয়। মন্ত্রী আকবর হোসেন এ সময় আশ্বাস দেন, এই বন্দরে দ্বিতল টার্মিনাল ভবন, পার্কিং ও গার্ডেন ইয়ার্ড, স্টিল গ্যাংওয়ে, ট্রানজিট শেড ও নৌ-যান আগমন-নির্গমনের সময় প্রদর্শনের জন্য ইলেকট্রনিক্স ডিসপ্লে বোর্ড নির্মাণ করা হবে। সেই সাথে তিনি এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা, জেনারেটর কার্গো শেড ও পোর্ট গার্ডেজ ব্যবস্থা রাখার কথা বলেন। এ সভাতেই মন্ত্রী বন্দর কর্মকর্তা, জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য বলেন।

ঐ সভার প্রায় ১৪ মাস পর ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে বরিশাল নৌ-বন্দর কর্তৃপক্ষ ঐ প্রকল্পের একটি খসড়া প্রকাশ করে। এ বছরের শেষের দিকেই প্রকল্পটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঐ প্রতিবেদনে প্রকল্পটির মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ৯ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা।

বন্দরের ঢাকার ঘাট অর্থাৎ দুইতলা লঞ্চঘাটের মান্ধাতা আমলের পন্টুন

পরবর্তীতে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একজন কনসালটেন্টও নিয়োগ দেয়া হয়। এক পর্যায়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয় এ প্রতিবেদনটি। সেখানেই এটি পড়ে থাকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায়। প্রায় ৩ বছর হতে চললেও এ প্রকল্পটির মুক্তি মেলেনি। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা যায়, প্রকল্পটি বর্তমানে একনেকে'র অনুমোদন পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এর আগে অবশ্য বেশ কয়েকবার এ প্রকল্পটির অনুমোদন চেয়ে একনেকের সভায় ব্যর্থ হতে হয়েছে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষকে। অপর একটি সূত্র জানায়, চলমান পরিস্থিতিতে এ সরকারের আমলে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে না বলে বরিশাল নৌ-বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। গত সপ্তাহে সারাদেশের বন্দর কর্মকর্তাদের জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের জন্য ঢাকা সফরকালে বরিশালের বন্দর কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম প্রকল্পটির করুণ পরিণতি সম্পর্কে অবগত হন। বরিশালের প্রতি অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সাইফুর রহমানের বিমাতাসুলভ মনোভাবের কারণে এ প্রকল্পটি একনেকের ফাঁদে আটকে গেছে বলে জানা যায়।

এদিকে চরম অব্যবস্থাপনায় নানা সমস্যায় জর্জরিত বরিশাল নৌ-বন্দর। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ নৌ-বন্দরটির সর্বত্রই বিরাজ করছে বিশৃঙ্খলা। বন্দরের প্রধান ফটক থেকে শুরু করে গ্যাংওয়ে, পন্টুন, ট্রানজিট শেড, যাত্রী ছাউনিসহ প্রায় সবকিছুতেই সংস্কারহীনতার ছাপ। এ বন্দরের বর্তমান অবকাঠামোটি ১৯৬৭ সালে নির্মিত। এরপর বহুবার এটি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হলেও সে উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ ঢাকার বাইরে এ বন্দর থেকেই সরকার সর্বোচ্চ রাজস্ব পেয়ে থাকে।

বর্তমানে প্রতিদিন এ বন্দর থেকে ৪০টি অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার রুটের কমপক্ষে দেড়শ লঞ্চ চলাচল করে। এ টার্মিনালের পন্টুনগুলো বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত ছোট। প্রায় প্রতিটি ঘাটেই একত্রে নোঙর করতে পারে না সবগুলো লঞ্চ। একটির গা ঘেঁষে নোঙর করে অপরটি। যাত্রীদের ওঠা-নামা করতে হয় ঝুঁকি নিয়ে।

টার্মিনালের ৪টি ঘাটেই অব্যবস্থাপনার চিত্র প্রকট। পন্টুনগুলোয় হকারদের দৌরাত্ম্য আর নোংরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে। যাত্রী ছাউনির দশাও বেহাল। সন্ধ্যা থেকে প্রায় মাঝরাত অবধি এ বন্দর এলাকাটি জমজমাট থাকলেও প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থাও নেই এখানে। রাতের আঁধারে পুরো বন্দর এলাকাটি চলে যায় নিশাচর মাদকসেবী ও ভ্রাম্যমাণ পতিতাদের দখলে। সেই সাথে রয়েছে চোর-প্রতারক ও অজ্ঞান পার্টির তৎপরতা। বন্দরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত নৌ-বন্দর ফাঁড়ি পুলিশের সাথে এই অপরাধীদের গোপন আঁতাত আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বন্দর এলাকাটি চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকা সত্ত্বেও এটিই হয়ে উঠেছে অপরাধীদের নিরাপদ চারণভূমি। এছাড়া এই বন্দরে বিশ্রাম কক্ষ ও টয়লেটের অভাবে প্রায়ই বিপাকে পড়তে হয় যাত্রীদের।

উল্লেখ্য, নৌ-মন্ত্রী ঘোষিত ঐ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত না হওয়ায় বরিশালবাসী হতাশ হয়ে পড়েছে। এ হতাশা যেকোনো মুহূর্তে বিক্ষোভে রূপ নেয়ার আশংকা রয়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের প্রধান নৌ-বন্দর হওয়া সত্ত্বেও বরিশাল বন্দরের প্রতি সরকারের অবহেলা দীর্ঘদিনের। এ অবহেলার প্রতিবাদ জানিয়ে ইতিপূর্বেও রাজপথে নেমেছিল বরিশালবাসী। তখন তাদের মিথ্যা আশ্বাসে দমিয়ে রাখা হয়। বর্তমানে ঐ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুধু বরিশাল নয়, সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলবাসীর দাবি। এ দাবি পূরণ না হলে আবারও রাজপথে নামার আল্টিমেটাম দিয়েছে তারা।

ফ্রি জব কনসালটেন্সি

যারা ইন্টারনেট চালাতে জানেন এবং নিজ ঘরে কিংবা সাইবার ক্যাফেতে ২/৩ঘন্টা ব্যায় করে মাসে নূন্যতম ৫-১০ হাজার টাকা আয় করতে আগ্রহী তারা বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

www.onlinejobsbd.com

প্রয়োজনে : ০১৮৮-৩৭২৬৩৯